আমরা জনগণের পক্ষে
বাংলাদেশ প্রতিদিন

আপডেট : ২৫ আগস্ট, ২০২০ ১৯:৩৩

বারিতে ফল ও শাক-সবজির পোকামাকড় ও রোগবালাই ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ

গাজীপুর প্রতিনিধি:

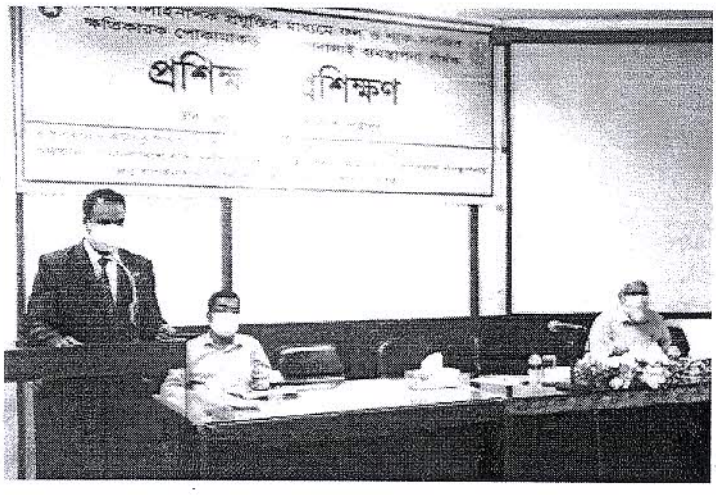

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের (বারি) কীটতত্ত্ব বিভাগের উদ্যোগে মঙ্গলবার "জৈব বালাইনাশক প্রযুক্তির মাধ্যমে ফল ও শাক-সবজির পোকামাকড় ও রোগবালাই ব্যবস্থাপনা" শীর্ষক দিনব্যাপী বিভিন্ন মসজিদের ইমামদের অংশগ্রহণে প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালা ইনস্টিটিউটের সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়েছে। 'বাংলাদেশে শাক-সবজি, ফল ও পান ফসলের পোকমাকড় ও রোগবালাই ব্যবস্থাপনায় জৈব বালাইনাশক ভিত্তিক প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ প্রকল্প' এর অর্থায়নে আয়োজিত এ প্রশিক্ষণ কর্মশালায় গাজীপুর জেলার সদর উপজেলার বিভিন্ন মসজিদের ৩৫ জন ইমাম, খতিব ও খাদেম অংশগ্রহণ করেন।

সকালে বারি'র মহাপরিচালক ড. মো. নাজিরুল ইসলাম প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এ ইমাম প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্বোধন করেন।

বারি'র কীটতত্ত্ব বিভাগের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা এবং প্রকল্প পরিচালক ড. দেবাশীষ সরকারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বারি'র পরিচালক (গবেষণা) ড. মো. মিয়ারুদ্দীন। কীটতত্ত্ব বিভাগের ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো. আখতারুজ্জামান সরকারের সঞ্চালনায় উদ্বোধন অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন একই বিভাগের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. নির্মল কুমার দত্ত।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বারি'র মহাপরিচালক ড. মো. নাজিরুল ইসলাম বলেন, মসজিদের ইমামগণ হচ্ছেন একটি সমাজের নেতা। তাদের কথা সবাই মেনে চলার চেষ্টা করে। আমরা এখন আর কীটনাশকের বিষ মিশ্রিত খাবার খেতে চাই না। ফসলে অধিক পরিমাণে কীটনাশক ব্যবহার করলে তা জনস্বাস্থ্যের জন্য হুমকির কারণ হয়ে উঠতে পারে। এজন্য আমাদের ফসলে জৈব বালাইনাশক ব্যবহার করতে হবে। এতে আমরা যেমন নিরাপদ থাকবো তেমনি আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের স্বাস্থ্যঝুকি কমে আসবে। এই তথ্য আমরা ইমাম সাহেবদের মাধ্যমে সমাজের সকলের কাছে পৌঁছে দিতে চাই। এছাড়া সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের তথ্য সমাজের সকলের কাছে পৌঁছে দেয়ার মাধ্যম হচ্ছে আমাদের ইমাম সাহেবগণ। আর এ উদ্দেশ্যেই আমাদের আজকের এ প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন।

বিডি প্রতিদিন/এ মজুমদার

ঢাকা বুধবার ২৬ আগস্ট ২০২০ ভোরের কাগজ

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের (বারি) কীটতত্ত্ব বিভাগের উদ্যোগে গতকাল মঙ্গলবার 'জৈব বালাইনাশক প্রযুক্তির মাধ্যমে ফল ও শাক-সবজির পোকামাকড় ও রোগবালাই ব্যবস্থাপনা' শীর্ষক কর্মশালায় অংশ নেন বিভিন্ন মসজিদের ইমামরা। ইনস্টিটিউটের সেমিনার কক্ষে দিনব্যাপী প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বারির মহাপরিচালক ড. মো. নাজিরুল ইসলাম। এ সময় মঞ্চে উপবিষ্ট ছিলেন (বাঁ থেকে) কীটতত্ত্ব বিভাগের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, প্রকল্প পরিচালক ড. দেবাশীষ সরকার ও বারির পরিচালক (গবেষণা) ড. মো. মিয়ারুদ্দীন। বিজ্ঞপ্তি।

বুধবার ২৬ আগস্ট ২০২০

বণিক বার্তা

সমৃদ্ধির সহযাত্রী

বারিতে শাকসবজির রোগবালাই ব্যবস্থাপনা শীর্ষক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

বণিক বার্তা প্রতিনিধি ■ গাজীপুর

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের (বারি) কীটতত্ত্ব বিভাগের উদ্যোগে 'জৈব বালাইনাশক প্রযুক্তির মাধ্যমে ফল ও শাকসবজির পোকামাকড় ও রোগবালাই ব্যবস্থাপনা' শীর্ষক দিনব্যাপী বিভিন্ন মসজিদের ইমামদের অংশগ্রহণে প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল সকালে ইনস্টিটিউটের সেমিনার কক্ষে এ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। 'বাংলাদেশে শাকসবজি, ফল ও পান ফসলের পোকমাকড় ও রোগবালাই ব্যবস্থাপনায় জৈব বালাইনাশকভিত্তিক প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ প্রকল্প'-এর অর্থায়নে আয়োজিত এ প্রশিক্ষণ কর্মশালায় গাজীপুর জেলার সদর উপজেলার বিভিন্ন মসজিদের ৩৫ জন ইমাম, খতিব ও খাদেম অংশগ্রহণ করেন।

বারির মহাপরিচালক ড. মো. নাজিরুল ইসলাম প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এ ইমাম প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্বোধন করেন। বারির কীটতত্ত্ব বিভাগের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা এবং প্রকল্প পরিচালক ড. দেবাশীষ সরকারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন বারির পরিচালক (গবেষণা) ড. মো. মিয়ারুদ্দীন। কীটতত্ত্ব বিভাগের ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো. আখতারুজ্জামান সরকারের সঞ্চালনায় উদ্বোধন অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন একই বিভাগের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. নির্মল কুমার দত্ত।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বারির মহাপরিচালক ড. মো. নাজিরুল ইসলাম বলেন, মসজিদের ইমামরা হচ্ছেন একটি সমাজের নেতা। তাদের কথা সবাই মেনে চলার চেষ্টা করে। আমরা এখন আর কীটনাশকের বিষমিশ্রিত খাবার খেতে চাই না। ফসলে অধিক পরিমাণে কীটনাশক ব্যবহার করলে তা জনস্বাস্থ্যের জন্য হুমকির কারণ হয়ে উঠতে পারে। এজন্য আমাদের ফসলে জৈব বালাইনাশক ব্যবহার করতে হবে। এতে আমরা যেমন নিরাপদ থাকব তেমনি আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের স্বাস্থ্যঝুঁকি কমে আসবে।

প্রটোকল শাখা
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
জয়দেবপুর, গাজী

নয়া দিগন্ত

কর্মশালায় বারি ডিজি

ফসলে অধিক পরিমাণে কীটনাশক ব্যবহার জনস্বাস্থ্যের হুমকি

● টঙ্গী (গাজীপুর) সংবাদদাতা

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের (বারি) কীটতত্ত্ব বিভাগের উদ্যোগে গতকাল মঙ্গলবার 'জৈব বালাইনাশক প্রযুক্তির মাধ্যমে ফল ও শাক-সবজির পোকামাকড় ও রোগবালাই ব্যবস্থাপনা' শীর্ষক দিনব্যাপী বিভিন্ন মসজিদের ইমামদের অংশগ্রহণে প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালা ইনস্টিটিউটের সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়েছে। 'বাংলাদেশে শাক-সবজি, ফল ও পান ফসলের পোকামাকড় ও রোগবালাই ব্যবস্থাপনায় জৈব বালাইনাশক ভিত্তিক প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ প্রকল্প'-এর অর্থায়নে অনুষ্ঠিত এ প্রশিক্ষণ কর্মশালায় গাজীপুর জেলার সদর উপজেলার বিভিন্ন মসজিদের ৩৫ জন ইমাম, খতিব ও খাদেম অংশগ্রহণ করেন। কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে বারির মহাপরিচালক ড. মোঃ নাজিরুল ইসলাম বলেন, ফসলে অধিক পরিমাণে কীটনাশক ব্যবহার জনস্বাস্থ্যের জন্য হুমকির কারণ হতে পারে।

Print

দেশ রূপান্তর

বুধবার, ২৬ আগস্ট, ২০২০

বারিতে প্রশিক্ষণ

গাজীপুর প্রতিনিধি

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)-এর কীটতত্ত্ব বিভাগের উদ্যোগে গতকাল মঙ্গলবার 'জৈব বালাইনাশক প্রযুক্তির মাধ্যমে ফল ও শাকসবজির পোকামাকড় ও রোগবালাই ব্যবস্থাপনা' শীর্ষক দিনব্যাপী বিভিন্ন মসজিদের ইমামদের অংশগ্রহণে প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালা ইনস্টিটিউটের সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়েছে। বারির মহাপরিচালক ড. মো. নাজিরুল ইসলাম প্রধান অতিথি হিসেবে এ কর্মশালার উদ্বোধন করেন।

আলোকিত বাংলাদেশ

বারিতে ইমাম প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের (বারি) কীটতত্ত্ব বিভাগের উদ্যোগে গতকাল মঙ্গলবার 'জৈব বালাইনাশক প্রযুক্তির মাধ্যমে ফল ও শাক-সবজির পোকামাকড় ও রোগবালাই ব্যবস্থাপনা' শীর্ষক দিনব্যাপী বিভিন্ন মসজিদের ইমামদের অংশগ্রহণে প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালা ইনস্টিটিউটের সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়েছে। 'বাংলাদেশে শাক-সবজি, ফল ও পান ফসলের পোকামাকড় ও রোগবালাই ব্যবস্থাপনায় ঈজব বালাইনাশক ভিত্তিক প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ প্রকল্প'-এর অর্থায়নে আয়োজিত এ প্রশিক্ষণ কর্মশালায় গাজীপুরের সদর উপজেলার বিভিন্ন মসজিদের ৩৫ ইমাম, খতিব ও খাদেম অংশগ্রহণ করেন। বারির মহাপরিচালক ড. মো. নাজিরুল ইসলাম প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এ ইমাম প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্বোধন করেন। বারির কীটতত্ত্ব বিভাগের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা এবং প্রকল্প পরিচালক ড. দেবাশীষ সরকারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন বারির পরিচালক (গবেষণা) ড. মো. মিয়ারুদ্দীন। কীটতত্ত্ব বিভাগের ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো. আখতারুজ্জামান সরকারের সঞ্চালনায় উদ্বোধন অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন একই বিভাগের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. নির্মল কুমার দত্ত। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

আলোকিত বাংলাদেশ

Copyright Alokitobangladesh © 2020
Developed by orangebd.com

সম্পাদক ও প্রকাশক : কাজী রফিকুল আলম। সম্পাদক ও প্রকাশক কর্তৃক আলোকিত মিডিয়া লিমিটেডের পক্ষে ১৫১/৭, গ্রীন রোড (৫ম তলা), ঢাকা-১২০৫ থেকে প্রকাশিত এবং আহছানিয়া প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স, প্লট-৩০, ব্লক-এ, রোড-১৪, আশুলিয়া মডেল টাউন খাগান, বিরুলিয়া, সাভার, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। বার্তা, সম্পাদকীয় ও বাণিজ্যিক বিভাগ : ১৫১/৭, গ্রীন রোড (৫ম তলা), ঢাকা-১২০৫। ফোন : ৯১১০৫৭২, ৯১১০৭০১, ৯১১০৮৫৩, ৯১২৩৭০৩, মোবাইল : ০১৭৭৮৯৪৫৯৪৩, ফ্যাক্স : ৯১২১৭৩০, পোস্ট বক্স নং-৩০২৪। ইমেইল: info@alokitobangladesh.com, alokitobd7@gmail.com, alokitobdad@gmail.com, thealokitobangladesh@gmail.com(Online)